তারিখ ... 5 JUL 2009
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৪ ...

যুগান্তর

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র সংসদ নির্বাচন করা উচিত : শিক্ষামন্ত্রী

যায়যদি রিপোর্ট

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে স্বায়ত্তশাসন অনুযায়ী নিজেদের উদ্যোগে ছাত্র সংসদ নির্বাচন করা উচিত। এ ক্ষেত্রে সরকার কোনো হস্তক্ষেপ করবে না। শনিবার সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনে 'প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত ঐতিহ্যবাহী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : অতীত ও বর্তমান' শীর্ষক সেমিনারে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এ কথা বলেন।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, সরকার শিক্ষার সামগ্রিক উন্নয়নে অঙ্গীকারবদ্ধ। এ বাজেটে শিক্ষাখাতে গবেষণার জন্য বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে। শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের কারিগরি প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ কর্মী হিসেবে গড়ে তুলে আন্তর্জাতিক কর্মক্ষেত্রে কাজে লাগাতে হবে। মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাকে নিশ্চিত করতে বিনামূল্যে বই বিতরণের জন্য সরকার আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে ২১ কোটি বই ছাপাবে। বর্তমান সরকার শিক্ষা ব্যবস্থায় মৌলিক পরিবর্তন ঘটিয়ে বিশ্বমানের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করার ক্ষেত্রে কাজ করে যাচ্ছে। দেশে উচ্চশিক্ষার হার উন্নীত করতে আরো তিনটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হবে।

সেমিনারে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক কয়েকজন উপাচার্য, ৪০, ও ৫০-এর দশকের শিক্ষার্থীরা অংশ নেন। অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক রকিব উদ্দিন আহমেদ।

সংগঠনের জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি আ ফ শাহেদ আলীর সভাপতিত্বে উদ্বোধনী বক্তৃতা করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশ একে অন্যের পরিপূরক। এ বিশ্ববিদ্যালয়কে সাফল্যের স্বর্ণশিখরে পৌঁছাতে পারলেই বাংলাদেশ শিক্ষার সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত হবে। বর্তমান প্রশাসন এ লক্ষ্যেই কাজ করে যাচ্ছে।

সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. মনিরুজ্জামান মিয়া বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বেঁচে থাকে প্রতিনিয়ত জ্ঞানের সৃষ্টি হয় বলে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে তিনি সবাইকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান।

ডাকসুর সাবেক ভিপি আ স ম আবদুর রব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্ব উল্লেখ করে বলেন, যেসব শিক্ষক-শিক্ষার্থীর প্রাণের বিনিময়ে এ বিশ্ববিদ্যালয় এ পর্যায়ে এসেছে তাদের স্মরণ করতে হবে। এ জন্য তিনি একটি সংগ্রহশালা স্থাপনের পরামর্শ দেন।

এ সময় অন্যান্যের মাঝে বক্তৃতা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক এস এম এ ফায়েজ, বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অধ্যাপক নিজামুর রহমান খোন্দকার, ডাকসুর সাবেক ভিপি মাহফুজা খানম, সাবেক মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার এল কে সিদ্দিকী, সাবেক আইজি আবদুল খালেক প্রমুখ।